গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় শাখা

মে ২০২৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৪ মে ২০২৫
সময় : দুপুর: ১১..০০ ঘটিকা
স্থান : ডিপিডিসি'র সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হলো।	সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**শূন্যপদ পূরণ:** মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদ দ্রুত পূরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেওয়া হয়। দপ্তর/সংস্থায় যে সকল পদ প্রেষণে ও সওজ অধিদপ্তরের যে সকল পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের জন্য এবং পদোন্নতির প্রস্তাব ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে সে গুলোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সওজ অধিদপ্তরের ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে গ্রেড-২ পদে পদোন্নতির প্রস্তাব এসএসবি বৈঠকে উপস্থাপনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য উপসচিব (সওজ সংস্থাপন-১)-কে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) দপ্তর/সংস্থার সকল গ্রেডের শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এর সাথে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) সওজ অধিদপ্তরের ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে গ্রেড-২ পদে পদোন্নতির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)
৩.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:** সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়:		

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৩	১	২	-	-	৩	০	০৩
সওজ অধিদপ্তর (AMMS-2 সফটওয়্যার অনুযায়ী)	৮১০৫	১৩৬৫	৬১৪২	৫৯৮	০	৮১০৫	৬	৮০৯৯
বিআরটিসি	১১৭৬	১৯৬	৮৮০	১০০	০	১১৭৬	০	১১৭৬
বিআরটিএ	৩৯৪	১৫৩	২৪১	০	০	৩৯৪	০	৩৯৪
ডিটিসিএ	২৭	১০	১৭	০	০	২৭	০	২৭
ডিএমটিসিএল	৩২	৮	২৪	০	০	৩২	০	৩২
ঢাকা বিআরটি	০৮	০	০	০	০	০৮	০	০৮
মোট	৯৭৪৫	১৭৩৩	৭৩০৬	৬৯৮	০	৯৭৪৫	০৬	৯৭৩৯

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	মার্চ'২৫ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১৭৪৫ টি। এপ্রিল'২৫ মাসে ০৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৭৩৯টি।		সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)/ উপসচিব (অডিট)
	(১) সভায় অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক একটি কর্মশালা গত ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ সওজ অধিদপ্তরে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অডিট অধিদপ্তরের সফটওয়্যার ও সওজ অধিদপ্তরের জোন ভিত্তিক অডিট আপত্তির সংখ্যা তুলনামূলক বিবরণীতে প্রায় ৬৩৪৩টি আপত্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। Reconcilliation এর মাধ্যমে আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আশা করা যায় ৫০ শতাংশ অডিট আপত্তি কমে যাবে। গত ১১.০৫.২০২৫ তারিখ বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে অনুরূপ একটি কর্মশালা আয়োজন করা হলেও অনিবার্য কারণে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। পুনরায় কর্মশালাটি আয়োজন করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল দপ্তর/সংস্থায় কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এপ্রিল ২০২৫ মাসে ঢাকা সড়ক জোনে ১টি এবং পাবনা সড়ক সার্কেলে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফরেন এইড প্রকল্পের আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাড এর প্রতিনিধি নিয়ে সভা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) সকল দপ্তর/সংস্থার সঠিক অডিট আপত্তির সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন এবং Reconcilliation করতে হবে। (২) ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (৩) ফরেন এইড প্রকল্পের আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাড এর প্রতিনিধি নিয়ে সভা আয়োজন করতে হবে।	
৪.	**সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর** **ক. এডিপি'র প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এডিপি ও পিএমপি'র কাজের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত One RHD নামক সফটওয়্যারের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর জোনে সফটওয়্যারের পাইলটিং কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম জুলাই ২০২৫ থেকে শুরু করা হবে।	পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হলে আগামী জুলাই ২০২৫ মাসে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে এ বিভাগে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	গ. বৃক্ষরোপন: (১) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ অধিদপ্তর জানান, ঢাকা ও রাজশাহী ২টি ডিভিশনের মাধ্যমে সারা দেশে বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চলমান মৌসুমে ঢাকা ডিভিশনের ৪টি সড়ক বিভাগের (টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, নোয়াখালী, কক্সবাজার) আওতায় ৯টি মহাসড়কে মোট ৪০ কিলোমিটারে ৭৭,৬০০টি বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। বরাদ্দ না থাকায় রাজশাহী ডিভিশনে এ মৌসুমে কোনো বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ইতোপূর্বে রোপিত বৃক্ষ নিয়মিত পরিচর্যা এবং গ্যাপ ফিলিং করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় কর্তন করা বৃক্ষের স্থলে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলীগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে রাস্তা ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে নিয়ম অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ কাজ চলমান। (২) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ আরো জানান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও সেকশন অফিসারের বেশ কয়েকটি পদ দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে। পদগুলো দ্রুত পূরণ করা দরকার।	(১) দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করে বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (২) রোপিত বৃক্ষের নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। (৩) প্রকল্পের আওতায় কর্তন করা বৃক্ষের স্থলে নিয়ম অনুযায়ী বৃক্ষরোপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৪) আরবরি কালচারের শূন্যপদগুলো দ্রুত পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/ মনিটরিং টিমের সকল সদস্য/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ উপসচিব (সওজ সংস্থাপন-২)
	ঘ. ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন চূড়ান্তকরণ: উপসচিব (সওজ সংস্থাপন-২) শাখা জানান, খসড়া ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইনটি পর্যালোচনা/মতামতের জন্য গত ০৬.০৫.২০২৫ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে।	মতামতের বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	উপসচিব (সওজ সংস্থাপন-২)
	ঙ. টোল আদায়: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ৬৬টি সেতু এবং ৪টি মহাসড়কে টোল আদায় করা হয়। বর্তমানে ৯টি সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম বন্ধ আছে। বন্ধ টোলপ্লাজাসমূহ হতে টোল আদায়ের লক্ষ্যে গত ০৭.০৫.২০২৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্ধ টোল প্লাজাসমূহের বিষয় অর্থ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, টোল প্লাজাসমূহ চালুর নিমিত্ত অংশীজন সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। টোল প্লাজা চালুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকদের পত্র প্রেরণ এবং কতগুলো সেতু/মহাসড়কে টোল আদায় হচ্ছে এবং কতগুলো বন্ধ আছে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) বন্ধ টোলপ্লাজাসমূহ চালু করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) টোল প্লাজা চালুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকদের পত্র দিতে হবে। (৩) কতগুলো সেতু/সড়কের টোল আদায় চালু আছে এবং কতগুলো বন্ধ তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/মনিটরিং টীম (সকল)
	চ. সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামজারি সংক্রান্ত: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান, জেলা পরিষদ ও অন্যান্য উৎস থেকে সওজ এর নামে হস্তান্তরিত ৩৮টি সড়ক বিভাগের তালিকা ও গেজেটের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট হস্তান্তরিত জায়গার তালিকা ও গেজেটের কপি পাওয়া মাত্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। হস্তান্তরিত ও অধিগ্রহণকৃত ভূমি যেগুলোর নামজারি হয়নি সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ	(১) ৩৮টি সড়ক বিভাগের তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) যেসকল সড়ক বিভাগ হতে হস্তান্তরিত জায়গার	

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্তসমূহ</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>এবং বকেয়া ভূমি কর পরিশোধের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>তালিকা ও গেজেটের কপি পাওয়া যায়নি তাদেরকে তাগিদ দিতে হবে এবং ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) হস্তান্তরিত ও অধিগ্রহণকৃত ভূমি যেগুলোর নামজারি হয়নি সেগুলোর দ্রুত নামজারির পদক্ষেপ নিতে হবে।
(৪) বকেয়া ভূমি কর পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td></td><td>ছ. Smart Case Management System:
যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত মামলা Smart Case Management System-এ মামলার প্রাপ্ত সকল তথ্য সিস্টেমে আপডেটের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাভিত্তিক হালনাগাদ আপলোডকৃত মামলার পরিসংখ্যান সভায় উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><td>০১</td><td>সওজ অধিদপ্তর</td><td>৪৮৮</td><td rowspan="6">মামলাসমূহ উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>বিআরটিএ</td><td>৩০৪</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>বিআরটিসি</td><td>২৬</td></tr>
<tr><td>০</td><td>ডিটিসিএ</td><td>২</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>ডিএমটিসিএল</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>০</td><td>ঢাকা বিআরটি</td><td>১</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>৮২৬</td><td></td></tr>
</table>
কোন কোন আদালতে কতটি মামলা রয়েছে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(১) মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি যথাসময়ে Smart Case Management System-এ আপডেট রাখতে হবে।
(২) কোন আদালতে কতগুলো মামলা রয়েছে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/ উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)</td></tr>
<tr><td></td><td>জ. উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বের ২৪ শতাংশ জায়গার রেকর্ড সংশোধন:
এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান যে, উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বে ফয়দাবাদ, জে.এল. নং-১৪ (সিটি জরিপ) সিমৌজার ২৪ শতাংশ জায়গার রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২৭৬/২২ নং মিস কেইস দায়ের করা হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় এর স্মারক নং-৭৩১(সং), তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২৩ এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয়ের বরাবর মূল নথি প্রেরণ করা হয়। নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।</td><td>উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বে ফয়দাবাদ, জে.এল.নং-১৪ (সিটি জরিপ) সিমৌজার ২৪ শতাংশ জায়গার রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়</td></tr>
<tr><td></td><td>ঝ. তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধার
এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান যে, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ (দুই) একর জায়গা সিটি জরিপে জনৈক রেজাউল করিমের নামে করানো হয়। উক্ত জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে আপীল দায়েরের জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী জনাব এসএম জহুরুল ইসলামকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আপীলের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td><td>(১) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছ থেকে উদ্ধারের আইনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত আপীল দায়ের করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়/ঢাকা জোন)</td></tr>
<tr><td></td><td>ঞ. কল্যাণপুর এলাকায় সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় নির্মিত ১৭ তলা ভবন (মিজান টাওয়ার) অপসারণ:
এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান যে, কল্যাণপুর এলাকায় সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় নির্মিত ১৭ তলা ভবন নিয়ে দায়েরকৃত ১২টি মামলার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি উচ্চ আদালতে ৬টি নিম্ন আদালতে। উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত ৬টি রিটের মধ্যে ৩টি নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে রিট নং ৫৭৬৭/২০০১ এবং ৩৯৬২/২০০২ এর ১৩ জুলাই ২০১৭ তারিখের নিষ্পত্তির আদেশের নিম্ন দেওয়ানী আদালতে টাইটেল স্যুট নং ১/১৯৯৮, ৪৮/১৯৯৮, ৭/১৯৯৮, ১৫৮/১৯৯৮ এবং ৮৫/১৯৯৮ নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত Status-quo বজায় রাখার জন্য বলা হয়েছে। মামলাগুলোর বিষয়ে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল এর সাথে আগামী সভার পূর্বে যোগাযোগের জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন ।</td><td>(ক) কল্যাণপুর এলাকায় সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় নির্মিত ১৭তলা ভবন (মিজান টাওয়ার) অপসারণের উদ্দেশ্যে দ্রুত দায়েরকৃত মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) মামলাগুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ্যাটর্নি জেনারেল এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়/ঢাকা জোন)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্তসমূহ</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>ট. অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:
সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ভূমির পরিমান, উদ্ধারকৃত ভূমির পরিমান এবং সওজ ভূমিতে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা ও উচ্ছেদের তথ্য নিম্নরূপ:
অবৈধ স্থাপনা ও অপসারণের তথ্য:
<table>
<tr><th>উদ্ধারকৃত ভূমির পরিমান (শতাংশ)</th><th>উচ্ছেদকৃত অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১৬০৪.২৮</td><td>১১৪৭</td></tr>
</table>
অবৈধ বিলবোর্ড স্থাপন ও অপসারণের তথ্য:
<table>
<tr><th>অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড এর সংখ্যা (এপ্রিল'২৫ মাস পর্যন্ত)</th><th>এপ্রিল'২৫ মাসে উচ্ছেদকৃত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড-এর সংখ্যা</th><th>অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড এর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>২৪০০</td><td>১৫০</td><td>২২৫০</td></tr>
</table>
এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সওজ অধিদপ্তরের প্রায় ৮০ শতাংশ জায়গা দখল করে মহাখালী বাস টার্মিনালের কাজে ব্যবহার করছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)-কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত এবং উদ্ধারকৃত জায়গা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে বুঝিয়ে দেয়া এবং ঢাকা সড়ক জোনসহ সকল সড়ক বিভাগের আওতাধীন মহাসড়কে অবৈধভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে স্থাপিত সংযোগ সড়ক উচ্ছেদে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(১) উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।
(২) উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত জায়গা তাৎক্ষণিক বুঝে নিতে হবে এবং দখলে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(৩) সওজ অধিদপ্তরের প্রায় ৮০ শতাংশ জায়গা উদ্ধারে যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)-কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
(৪) ঢাকা সড়ক জোনসহ সকল সড়ক বিভাগের আওতাধীন মহাসড়কে অবৈধভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে স্থাপিত সংযোগ সড়ক উচ্ছেদে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)</td></tr>
<tr><td></td><td>ঠ. ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহার :
উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও MFS)-কে ETC-তে যুক্ত করার বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য গত ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে থিমেটিক গ্রুপ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আগামী সভার পূর্বে থিমেটিক গ্রুপকে মতামত প্রদান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(১) আগামী সভার পূর্বে মতামত প্রদানের জন্য থিমেটিক গ্রুপকে তাগিদ দিতে হবে এবং ৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও MFS)-কে ETC-তে যুক্ত করার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।
(২) ইটিসি ব্যবহারে আর্থিক সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধার বিষয়গুলো উল্লেখ করে দৈনিক পত্রিকা, MFS ও ব্যাংকসমুহের নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আরটিএইচডি)</td></tr>
<tr><td></td><td>ড. পেট্রোল পাম্পে প্রবেশ ও বহির্গমনের জন্য সওজ এর ভূমি ব্যবহারের ইজারা মূল্য প্রদান:
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর সভাকে জানান, ইতোপূর্বে ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে প্রেরিত পত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অনুমোদনহীন এবং ইজারা নবায়ন করেনি এমন পেট্রোল পাম্পের তালিকা পৃথকভাবে করা হয়েছে যা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</td><td>কোন কোন প্রতিষ্ঠান ইজারা নবায়ন করেনি তার তালিকা এবং অনুমোদনহীন পেট্রোল পাম্পের তালিকা সওজ অধিদপ্তর হতে আলাদাভাবে আগামী ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (এস্টেট)</td></tr>
<tr><td></td><td>ণ. মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫
উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫ এর খসড়া সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। অদ্যাই ২৮.০৪.২০২৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০ সালে প্রণীত খসড়াটি পাঠানো হয়েছে। নীতিমালাটি হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে। হালনাগাদকরণের কাজ চলছে।</td><td>সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫ এর খসড়া হালনাগাদ করে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
ক. ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান:
কতগুলো ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট হয়েছে, কতগুলো পেন্ডিং আছে, কতগুলো ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহককে প্রদান করা হয়েছে এ বিষয়ে সভাপতি জানাতে চাইলে পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) জানান, এ পর্যন্ত ২৪,২৪,১৬৭টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট হয়েছে এবং ৭,২৬,৭৩৮টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টিং পেন্ডিং আছে, তন্মধ্যে পেশাদার ৬,১৭,৮৮২টি এবং অপেশাদার ১,০৮,৮৫৬ টি।</td><td>(১) কতগুলো ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট হয়েছে, কতগুলো পেন্ডিং আছে, এপ্রিল মাসে কতগুলো ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহককে</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব(এস্টেট)/সি.সি এনালিস্ট</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্তসমূহ</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের পরীক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য সভায় অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)-কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।</td><td>প্রদান করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য ৩০.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
(২) মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের পরীক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>খ. ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের কার্যক্রম যাচাই
পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) জানান, বিআরটিএ'র অনুমোদিত ১৪৮টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের হালনাগাদ তালিকা অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) মহোদয়কে সরবরাহের জন্য সভাপতি পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তালিকা ভেরিফাই এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো তাদের অফিস ও কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করছে কিনা তা সরেজমিনে দেখার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এবং যুগ্মসচিব, বিআরটিএ-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>(১) বিআরটিএ'র অনুমোদিত ১৪৮টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের তালিকা আগামী ৭ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)-কে সরবরাহ করতে হবে।
(২) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এবং যুগ্মসচিব, বিআরটিএ তালিকা ভেরিফাই করবেন এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলগুলোর কার্যক্রম আগামী সভার পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব(এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)</td></tr>
<tr><td></td><td>গ. QR কোডযুক্ত ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট:
সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, PVC কার্ডে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টিং করার বিষয়ে বিএমটিএফ এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।</td><td>PVC কার্ডে QR কোডযুক্ত ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টিং করার বিএমটিএফ প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)</td></tr>
<tr><td></td><td>ঘ. ভেহিকল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) স্থাপন ও পরিচালনা:
(১) বিআরটিএ'র পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) সভাকে জানান, মিরপুরে স্থাপিত ভিআইসি কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বংক্রিয় পদ্ধতিতে যানবাহনের ফিটনেস প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বিআরটিএ'র অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ফিটনেস প্রদান করা হচ্ছে। World Bank এর আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Clean Air Project (BCAP) এর আওতায় ০৭ (সাত)টি ভিআইসি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর পরিকল্পনা কমিশনে গত ১৩.০৫.২০২৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান। তাছাড়া, জনবল কাঠামো অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) গাড়ীর ফিটনেস প্রদান কালে সওজ অধিদপ্তরের ১ জন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এর উপস্থিতিতে নিশ্চিত করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা দেন। এছাড়া, গাড়ী, গাড়ীর মালিক/প্রতিনিধি এবং ইন্সপেক্টর এর ছবি তুলে তা প্রমানক হিসেবে রাখার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>(১) (ক) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৭ (সাত)টি ভিআইসি স্থাপনের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।
(১)(খ) জনবল কাঠামো অনুমোদনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
(২) গাড়ীর ফিটনেস প্রদান কালে সওজ অধিদপ্তরের ১ জন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং গাড়ী, গাড়ীর মালিক/প্রতিনিধি এবং ইন্সপেক্টর এর ছবি তুলে তা প্রমানক হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td></td><td>ঙ. সড়ক নিরাপত্তা (Road Safety) সংক্রান্ত তথ্য:
(১) নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০২৫ মাসে সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য নিম্নরুপ:
<table><tr><th>দুর্ঘটনার সংখ্যা</th><th>নিহতের সংখ্যা</th><th>আ তের সংখ্যা</th></tr><tr><td>৫০৬</td><td>৪৮০</td><td>৫৫০</td></tr></table>(২) সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সড়ক নিরাপত্তামূলক তথ্য/স্লোগান ও টিভি ফিলার নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবহিত করেন যে, সড়কের যে স্থানে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার তথ্য তাৎক্ষণিক জিও লোকেশনে আপলোড দেয়া হলে যে কোনে স্থান থেকে দুর্ঘটনার তথ্য জানা যাবে এবং দুর্ঘটনার কারন উৎঘাটন সহজ হবে।</td><td>(১) নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) (ক) সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ন স্পট ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় প্রচার-প্রচারণা এবং পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক লেখা বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ/রোড সেফটি)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	(৩) বিআরটিএর সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইল চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান যে, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে স্কুল পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া, রোড সেফটি প্রকল্পের আওতায় বিআরটিসি এর মাধ্যমে ৭,০০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিআরটিসি'র সাথে MoU স্বাক্ষর হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিআরটিসি'র সাথে আলোচনা চলছে।	(২) (খ) সড়কে দুর্ঘটনার স্থান জিও লোকেশনে আপলোড দিতে হবে। (৩) (ক) সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও স্কুলের প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩)(খ) বিআরটিসি'র মাধ্যমে ৭,০০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জুন ২০২৫ এর মধ্যে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	
	(৪) সড়ক নিরাপত্তা শাখা হতে জানানো হয়েছে, সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে মতামত দেওয়া জন্য সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮.০৫.২০২৫ তারিখে সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৩১ জুন ২০২৫ এর মধ্যে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৪) সড়ক নিরাপত্তা আইনের খসড়া আগামী ৩১ জুন ২০২৫ এর মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।	
	চ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভাকে অবহিত করেন যে, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক অধিভুক্ত এলাকায় ও জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। **এপ্রিল/২৫ মাসে অবৈধ মোটরযান চলচলের বিরুদ্ধে ১,১৭১টি মামলায় ৫৩,৯০,২৩৯/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং** ৮৭টি গাড়ি ডাম্পিং করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টে পরিচালনার জেলাভিত্তিক তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ ও আগামী সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জাতীয় মহাসড়ক এবং শহরের বাইরে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (বিআরটিএ)
	ছ. স্ক্র্যাপ নীতিমালা: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, স্ক্র্যাপ নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য দ্রুত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হবে। দ্রুত সভা আহবান ও ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট কর্মকতাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	দ্রুত স্ক্র্যাপ নীতিমালা চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে দ্রুত সভা আহবান ও ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	জ. গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভাকে জানান যে, গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **এপ্রিল/২০২৫ মাসে** ৩৪,০১৯ **সেট** রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে। টোল প্লাজায় আরএফআইডি ট্যাগ Read করতে না পারার বিষয়ে টেকনোলজির কোনো সমস্যা আছে কিনা বিষয়টি বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তর যাচাই করে আগামী ২৫.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (২) আরএফআইডি ট্যাগ ও টোল প্লাজা সিস্টেমে টেকনোলজির কোনো সমস্যা আছে কিনা বিষয়টি বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাই করে দেখতে হবে এবং অগামী ২০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ /যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	ঝ. ইলেকট্রিক মোটরযানের উপর সারচার্জ আরোপ: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) সভাকে অবহিত করেন যে, বিআরটিএ-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইলেক্ট্রিক মোটরযানের ওপর পরিবেশ সারচার্জ আরোপ না করার বিষয়ে NBR বরাবর গত ২৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পত্র দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে NBR হতে এর কোনো জবাব না পাওয়ায় ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। পুনরায় NBR এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ইলেক্ট্রিক মোটরযানের ওপর পরিবেশ সারচার্জ আরোপ না করার বিষয়ে NBR এর সাথে পুনরায় যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	ঞ. বিআরটিএর সেবা সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার ডাটাবেইজ বিআরটিএ'র নিয়ন্ত্রণে আনা: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, বিআরটিএ'র সেবা ও সার্ভিসের জন্য ৩টি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান BMTF, CNS ও MSPPL কাজ করছে। CNS কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের ডাটাবেইজ বিআরটিএর'র হেড অফিসে স্থাপন করা হয়েছে এবং বিআরটিএকে Access দেয়া হয়েছে। কিন্তু BMTF এবং MSPPL এর প্রদত্ত সেবাসমূহের ডাটাবেইজে দেখার Access বিআরটিএ এবং মন্ত্রণালয়ের নেই। ডাটাবেইজ দেখার Access দেয়া হয়েছে কিনা তা চেক করে দেখার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) ও সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	BMTF এবং MSPPL এর প্রদত্ত সেবাসমূহের ডাটাবেইজে দেখার Access বিআরটিএ'র আছে কিনা তা চেক করে দেখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
৬.	**বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন:** **ক. বিআরটিসি'র নিজস্ব সক্ষমতায় গাড়ী প্রস্তুত:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, গত ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ এর আলোকে প্রস্তুতকৃত কার্যবিবরণীতে কমিটি'র সকল সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নির্বাচিত ঠিকাদার/দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে চেসিস ক্রয়ের কার্যাদেশ (NOA) প্রদান করা হবে।	ঠিকাদার কে চেসিস ক্রয়ের কার্যাদেশ (NOA) প্রদানপূর্বক আগামী ২ মাসের মধ্যে গাড়ী প্রস্তুত করতে হবে।	চেয়াম্যান, বিআরটিসি
	খ. বিআরটিসি'র ৩৪০টি এসিবাস বাস ক্রয় বিআরটিসি'র প্রতিনিধি জানান, কোরিয়া এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিএনজি চালিত ৩৪০টি এসি বাস ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র প্রস্তুত করে আর্থিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর PIC সভা ০৪.০৬.২০২৫ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। এ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৪ শতাংশ এবং সামগ্রিক অগ্রগতি ০.১২ শতাংশ।	সিএনজি চালিত ৩৪০টি এসি বাস ক্রয়ের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়াম্যান, বিআরটিসি
	গ. বিআরটিসি'র স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস চট্টগ্রামের ন্যায় ঢাকা সিটিতে স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস চালুর বিষয়ে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	চট্টগ্রামের ন্যায় ঢাকা সিটিতে স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়াম্যান, বিআরটিসি
৭.	**ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ:** **ক. Special Purpose Company (SPC) গঠন:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, Rules of Business অনুযায়ী Special Purpose Company (SPC) গঠনের জন্য Cabinet এর অনুমোদন নেয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে Cabinet এর অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে গত ০২.০৩.২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শাখা কর্মকর্তা জানান, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।	Special Purpose Company (SPC) গঠনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ যুগ্মসচিব (এমআরটি)/ উপসচিব (ডিটিসিএ)
	খ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২৫: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল সভার মতামত, পরামর্শ ও মন্তব্যসমূহ সমন্বয় করে বিধিমালাটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। পর্যালোচনাপূর্বক কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২৫ চূড়ান্ত করতে হবে। (খ) বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	গ. ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০২৫ নির্বাহী পরিচালক ডিটিসিএ জানান, ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০২৫ বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়)
৮.	**ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)** **মেট্রোরেলের সিঙ্গেল জার্নি টিকেট বিষয়ে সিদ্ধান্ত:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, মেট্রোরেলে QR কোডযুক্ত কাগজের টিকিট চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ডেবিট ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানী (বিকাশ, রকেট) এর ব্যবহারের মাধ্যমে সিঙ্গেল জার্নি টিকেট ক্রয়ের সুবিধা চালুর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	QR কোডযুক্ত কাগজের সিঙ্গেল জার্নি টিকেট চালুর কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)
৯.	**ঢাকা বিআরটি :** **ক বিআরটি বাস টার্মিনালের জায়গা নির্ধারণ:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী এয়ারপোর্ট স্টেশন এলাকার বিকল্প হিসেবে নবরূপা এলাকায় এয়ারপোর্ট ৩য় টার্মিনাল-এর বিপরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প-এর নিচের পিয়ার-৪ হতে পিয়ার-১১ পর্যন্ত জায়গার সার্ভে করে পার্কিং লে-আউট প্রস্তুত ও ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাস টার্নিং-এর পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস টার্নিং ও এন্ট্রি-এক্সিট প্ল্যান কার্যকর হলে উক্ত জায়গার জন্য অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থার কাছ থেকে রাইট অব ওয়ে চাওয়া হবে। তবে বিমানবন্দর স্টেশন এর পাশের সওজ এর অধিগ্রহণকৃত জায়গাটি টার্মিনালের জন্য উপযোগী মর্মে 'ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি'-কে অবহিত করা হয়েছে।	বিআরটি বাস টার্মিনালের জায়গা পেতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	খ. ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেড এর অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ: মানব সম্পদ স্পেশালিষ্ট কর্তৃক প্রাথমিক অর্গানোগ্রাম কোম্পানির নিকট দাখিল করা হয়েছে। এর উপর গত ২২.০৫.২০২৫ তারিখে সভা হয়েছে। Consultant-কে কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী সংশোধন করে শীঘ্রই কোম্পানির নিকট দাখিল করবেন।	আগামী ১ মাসের মধ্যে জনবলের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি
	গ. অন্তর্বর্তীকালীন বাস অপারেটর হিসেবে বিআরটিসির সাথে MoU স্বাক্ষর: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি জানান, বিআরটি বাস পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন অপারেটর হিসেবে বিআরটিসি-কে নিয়োগের লক্ষ্যে বিআরটিসি হতে অঙ্কভিত্তিক ব্যয় বিবরণী (Cost Estimate) পাওয়া গিয়েছে। অঙ্কভিত্তিক ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাজেটে কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিআরটিসি'র সাথে আলোচনা করা হবে।	বিআরটিসি'র সাথে আলোচনা করে খাতভিত্তিক ব্যয় বিভাজন দ্রুত চূড়ান্ত করে MoU চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি)/অতিরিক্ত সচিব(আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ঘ. বিআরটি করিডোরে টোল আদায়: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি জানান, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টোল সংক্রান্ত সভার অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিআরটি করিডোরে টোল সিস্টেম চালুকরণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Willingness to pay (WTP) জরিপ পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত WTP জরিপের ফলাফল বিবেচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বিআরটি করিডোরে টোল আদায়ের বিষয়ে পুনরায় ২৭.০৫.২০২৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।	বিআরটি করিডোরে টোল আদায়ের বিষয়ে সভা করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচাল (ডিটিসিএ)/ প্রধান প্রকৌশলী (সওজ অধিদপ্তর)/অতিরিক্ত সচিব (আরবান) ট্রান্সপোর্ট) ব্যবস্থাপনা পরিচাল (ঢাকা বিআরটি)/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
১০	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:** **ক. Grivance Redress System (GRS):** জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, **এপ্রিল ২০২৫** মাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৪৫টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। পূর্ববর্তী ৮টিসহ মোট ৫৩টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ মোতাবেক অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	খ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, এপিএ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত আছে। এপিএ'র যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে কিনা সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা পেলে তা সকলকে জানানো হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।	এপিএ বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা জানতে হবে।	এপিএ টিম লিডার, আরটিএইচডি/ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	গ. Public Service Innovation: (১) মেট্রোরেলে QR কোডভিত্তিক অনলাইন ও পেপার বেইজ টিকেট/সিস্টেম চালুর বিষয়ে উদ্ভাবনী ধারণাটি এ বিভাগের প্রতিনিধি, ডিটিসিসিএ ও ডিএমটিসিএল'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (২) চীফ ইনোভেশন অফিসার জানান, বিআরটিএ'র যাবতীয় ফি, টোল ফি এবং জরিমানার ফি অটোমেটিক আদায়ের লক্ষ্যে গাড়ী রেজিস্ট্রেশনকালীন মালিকের ব্যাংক একাউন্টের সাথে ইন্টিগ্রেট করার বিষয়ে একটি উদ্ভাবনী ধারনা নেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পাইলটিং করা হবে এবং ফলপ্রসূ হলে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(১) QR কোডভিত্তিক অনলাইন ও পেপার বেইজ টিকেট/সিস্টেম ধারনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সকল দিক পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। (২) বিভিন্ন ফি আদায়ের লক্ষ্যে গাড়ী রেজিস্ট্রেশনকালীন মালিকের ব্যাংক একাউন্ট ইন্টিগ্রেট করার ধারণাটি পাইলটিং এর কাজ শুরু করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচাল (ডিএমটিসিএল) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/চীফ ইনোভেশন অফিসার/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঘ . টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন: এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৯টি indicator রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা indicator সমূহের অবস্থা উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাস্তবতার নিরীক্ষে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের কিছু বিষয় পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো জানান, আগামী ০২.০৬.২০২৫ তারিখে মুখ্য সমন্বয় (এসডিজি) এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার পূর্বেই দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে indicator অনুযায়ী অগ্রগতি এবং তথ্য এন্ট্রি বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।	(ক) এসডিজি'র টার্গেট ও ইন্ডিকেটর অনুযায়ী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। (খ) অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত সভা করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/পরিকল্পনা (উইং)/এসডিজি বিষয়ক কর্মকর্তা
	ঙ. ই-নথি/ডি-নথি বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, সওজ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অফিসসমূহকে ডি-নথির আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক, এটুআই-কে ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ পত্র প্রেরণ করে অনুরোধ করা হয় এবং ২০.০৫.২০২৫ তাগিদ পত্র প্রেরণ ও সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) সওজ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অফিসসমূহকে ডি-নথির আওতায় আনার লক্ষ্যে এটুআই এর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
		(খ) এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থায় ডি-নথি চালু রাখতে হবে।	
১১.	**বিবিধ** **ক. উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:** সভায় জানানো হয়, উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকের সভার সিদ্ধান্ত গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা ফলোআপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে।	কর্মকর্তা (সকল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়)
	খ. ইন্টার্নশিপ কোর্স চালু: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব আসফিয়া সুলতানা, উপসচিব জানান, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থার ইন্টার্নশীপ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। ২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখ এ বিভাগে ০১ জন ইন্টার্ন যোগদান করেছেন এবং তিনি জনাব এস এম মাহবুব আলম, যুগ্মসচিব এর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	(১) দপ্তর/সংস্থার ইন্টার্নশীপ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করতে হবে। (২) এ বিভাগে নিয়োজিত ইন্টার্নকে সুপারভাইজর এর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রেখে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/জনাব এস, এম মাহবুব আলম যুগ্মসচিব ও সুপার /জনাব আসফিয়া সুলতানা, উপসচিব, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	গ. বুয়েট ও অন্যান্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে এ বিভাগের সম্পর্ক স্থাপন: (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রকৌশলগত বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান এবং উদ্ভাবনী ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে সড়ক নির্মাণ ব্যয় হ্রাসকরণ বিষয়ে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। নীতিমালাটি পর্যালোচনা ও মতামতের জন্য যুগ্মসচিব ড. মো: মোকছেদ আলী ও যুগ্মসচিব জনাব এস এম মাহবুব আলমকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। (২) বিআরটিসি হতে জানানা হয়েছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্টের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। (৩) ডিটিসিএ হতে জানানো হয়েছে, ঢাকার মধ্যে পাবলিক ও প্রাইভেট ১০টি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৫ জন করে মোট ৫০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ডিটিসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষ লার্নিং সেশন গত ৭/৫/২০২৫ তারিখে এক দিনব্যাপী ডিটিসিএ'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।	(ক) আগামী ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে মধ্যে নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে মতামত দিতে হবে। (২) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্টের বিষয়টি চলমান রাখতে হবে। (৩) প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ডিটিসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে পরিচিতকরণের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিসি)/ নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	ঘ. সওজ অধিদপ্তরে ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ চালু: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ চালুর লক্ষ্যে ১১.০৩.২০২৫ তারিখে সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা জানান অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ০৩.০৬.২০২৫ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।	সওজ অধিদপ্তরে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/উপসচিব (সওজ সংস্থাপন-১)
	ঙ. দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ আয়োজন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়) জানান, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ও বানান রীতির প্রয়োগ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার, ডি-নথি, GEMS, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর উপর ২৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগামী জুন ২০২৫ মাসের মধ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়নের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) দপ্তর/সংস্থায় প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। (২) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/ সি:স:স (প্রশিক্ষণ)
	চ. সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: উপসচিব (সমন্বয়) জানান, এ বিভাগ কর্তৃক সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা গত ১৮.১২.২০২৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং RMS সফটওয়্যারে আপলোড দেয়া হয়েছে। উক্ত সংস্কার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর গত ১৫.০৫.২০২৫ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের বেশ কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। খসড়া কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় যে, এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নিজ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি করে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে।	(১) এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত (সংশোধিত) সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে এবং ১৫.০৫.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন এ	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/প্রধান প্রকৌশল,সওজ/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল/ঢাকা বিআরটি)/মুহাম্মদ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
		বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (৩) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে একটি করে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করে এ কার্যালয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে।	কামরুল হাসান, যুগ্মসচিব
	ছ. পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ: সভায় সিনিয়র সচিব বলেন যে, এ বিভাগে প্রেরিত দপ্তর/সংস্থার যে সকল প্রস্তাব পেন্ডিং রয়েছে এবং দপ্তর/সংস্থায় প্রেরিত এ বিভাগের যে সকল বিষয় পেন্ডিং রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(১) দপ্তর/সংস্থায় পেন্ডিং বিষয়ের তালিকা শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রস্তুত করে উইং প্রধান বরাবর দাখিল করতে হবে এবং তা উইং প্রধানগণ আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন। (২) দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত প্রস্তাবের পেন্ডিং তালিকা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করবে এবং সংস্থা প্রধানগণ আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)
	জ. নির্মাণকাজ চলাকালে পরিবেশ দূষণ রোধ ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: সওজ অধিদপ্তরহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নির্মাণকাজ চলাকালে পরিবেশ দূষণ রোধসহ মহাসড়কে যান চলাচলে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নির্মাণকাজ চলাকালে পরিবেশ দূষণ রোধসহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঝ. চলমান প্রকল্পের তালিকা প্রেরণ: সওজ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তালিকা এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সওজ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তালিকা আগামী ২৫.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	ঞ. সড়কের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ৬৪টি জেলার সাথে সংযোগ স্থাপন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, সড়কের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ৬৪টি জেলার সাথে Multimodal Transport System স্থাপন বিষয়ে মাননীয় উপদেষ্টা পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বেশকিছু ধারণা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	সড়কের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ৬৪টি জেলার সাথে Multimodal Transport System স্থাপন বিষয়ে উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	ট. আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ: আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ উপলক্ষ্যে সড়কপথে যাত্রীসাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ঈদ-উল-ফিতরের ন্যায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা, দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সরেজমিন মনিটরিং টীম গঠনসহ ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়ক দ্রুত মেরামত করে যানচলাচল উপযোগী রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ঈদ উপলক্ষ্যে বিআরটিসি স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু এবং মহাসড়কে যাতে কোনো গরুর হাট বসতে না পারে এ বিষয়ে জেলাপ্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসি ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন। মহসড়কের উপরে গরুর হাট বন্ধসহ সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, কন্ট্রোল রুম চালুর বিষয়টি সর্বস্তরের মানুষকে অবহিত করার জন্য বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে দৈনিক প্রত্রিকায় প্রচার প্রচারণার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলতে হবে এবং ঢাকা বহির্গমন সড়কের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মনিটরিং টীম গঠন করতে হবে। (২) ঈদ-উল-আযহার পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়ক মেরামত নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ঈদ উপলক্ষ্যে বিআরটিসি স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
		(৪) মহাসড়কের উপরে যাতে পশুর হাট বসতে না পারে তা নিশ্চিত করতে জেলাপ্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে। (৫) মহাসড়কের উপরে পশুর হাট বন্ধসহ সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করতে হবে। (৬) কন্ট্রোল রুম চালুর বিষয়টি সর্বস্তরের মানুষকে অবহিত করার জন্য বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে দৈনিক প্রত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।	

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২২ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.২৩-২৫৫

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪৩২
২৩ জুন ২০২৫

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২৩/০৬/২৫

মো: আব্দুল জব্বার
সিনিয়র সহকারী সচিব
☏ ২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd